প্রথম আলো 47

তারিখ ... ৩.১০.২০০০
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ৩ ...

শিক্ষানীতি অনুমোদন

তিন স্তরবিশিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা, শুরু থেকেই ইংরেজি ধর্ম বৃত্তিমূলক শিক্ষা বাধ্যতামূলক

শ্যামল সরকার

বর্তমান শিক্ষা স্তরকে তিনটি স্তরে পুনর্বিন্যাস করার সুপারিশ সংবলিত জাতীয় শিক্ষানীতি গতকাল সোমবার মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে। অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণ, শিক্ষক নিয়োগে পৃথক নির্বাচন কমিশন গঠন, প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি, ধর্ম ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করারও সুপারিশ করা হয়েছে নতুন শিক্ষানীতিতে। মোট ১৪ দফা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংবলিত সুপারিশগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের জন্য ১০ বছর সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভায় সভাপতিত্ব করেন।

অনুমোদিত শিক্ষানীতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগসহ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য ১০ বছরে শিক্ষা খাতে অতিরিক্ত ৩০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়েছে। জাতীয় সংসদের আগামী অধিবেশনে শিক্ষানীতি উত্থাপন ও পাস হলে ২০০১ সাল থেকে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক গতকাল প্রথম আলোকে জানিয়েছেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

শিক্ষানীতি অনুমোদিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষানীতিতে দেশের বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে মোট তিনটি স্তরে পুনর্বিন্যাস করার সুপারিশ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তর।

প্রাথমিক স্তর

বর্তমানে পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক স্তরে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত রয়েছে। অনুমোদিত শিক্ষানীতিতে এই মেয়াদ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে আট বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। ২০০৩ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরের মেয়াদ ছয় বছর, ২০০৬ সালের মধ্যে সাত বছর এবং ২০১০ সালের মধ্যে মেয়াদ আট বছর পূর্ণ করা হবে। এ স্তরে শিক্ষার বিষয়সমূহ হবে মাতৃভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান, চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা, সঙ্গীত। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজি অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে পড়ানোর ব্যবস্থা থাকবে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হিসেবে গণ্য এবতেদায়ি স্তরকেও সমন্বিত পাঠ্যসূচি অনুসরণের মাধ্যমে আট বছর মেয়াদি করার সুপারিশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দাখিল স্তর না রেখে আলিম চার বছর, ফাজিল তিন অথবা চার বছর ও কামিল এক অথবা দুই বছর মেয়াদি করার সুপারিশ করা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন ধারায় পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষাকে সমন্বয় করার সুপারিশ করে শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম চালু প্রয়োজন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণীতে সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু রেখে পঞ্চম শ্রেণী শেষে বৃত্তি পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা হবে। অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

মাধ্যমিক স্তর

বর্তমানের ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীর পরিবর্তে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর হিসেবে বিবেচনার সুপারিশ করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা—এ তিন ধারায় মাধ্যমিক স্তর বিন্যস্ত থাকবে। তবে সব ধারায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা থাকবে বাধ্যতামূলক। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে এবতেদায়ি শেষ করে নবম শ্রেণী, আলেম শেষ করে ডিগ্রি পর্যায়ে ভর্তি হওয়া যাবে। এ স্তরের তিনটি ধারায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম এবং সাধারণ আবশ্যিক বিষয়সমূহে অভিন্ন পাঠ্যসূচি অনুসরণের সুপারিশ করা হয়েছে।

দশম শ্রেণী শেষে ক্লাস পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া যাবে। দশম শ্রেণী শেষে বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। দ্বাদশ শ্রেণী শেষে অনুষ্ঠিত পাবলিক পরীক্ষার নাম হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। গ্রেডিং পদ্ধতিতে পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে। এ পর্যায়ে সরকারের অনুমতিক্রমে কোনো প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল বাকালরেট, ও লেভেল এবং এ লেভেলসহ সমমানের বিদেশী পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখতে পারবে।

উচ্চ শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয় ও নির্দিষ্ট কলেজে চার বছর এবং অন্যান্য কলেজে চার ও তিন বছর ডিগ্রি কোর্স পর্যায়ে ১০০ নম্বরের ইংরেজি ভাষা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চার বছরের সমন্বিত অনার্স ডিগ্রি কোর্স ও এক বছরের মাস্টার্স কোর্স পড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে। তিন বছরের ডিগ্রি গ্রহণকারী শিক্ষার্থী মেধার ভিত্তিতে বাছাই সাপেক্ষে দুই বছরের মাস্টার্স পড়ার সুযোগ পাবে। যেসব কলেজে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স রয়েছে, সেসব জায়গায় পর্যায়ক্রমে চার বছরের অনার্স ডিগ্রি কোর্স চালুর সুপারিশ করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃত্তি প্রদান এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। বাণিজ্যিক ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বেসরকারি উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়সহ কোনো ধরনের শিক্ষ প্রতিষ্ঠান চালুর অনুমতি না দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে প্রবর্তিত এবং ১৯৯৭ সালে সংশোধিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পরিমার্জন করার কথা বলা হয়েছে শিক্ষানীতিতে।

এছাড়া গণশিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছে।

এদিকে জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক প্রথম আলোকে বলেন, এটি কোনো স্থায়ী নীতি নয়। যুগের প্রয়োজনে সময়ে সময়ে এর পরিমার্জন হতে পারে। এজন্য সময়ে সময়ে এ নিয়ে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও সংযোজনের ব্যবস্থা রাখার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, যদিও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণী, পেশা ও রাজনৈতিক দলের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিরোধী দল সংসদে থাকলে আরো মতামত পাওয়া যেত।